ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 75 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৩১ ● কলকাতা ● ০৮ ভাদ্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৫ আগস্ট ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব ৩৪

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সেইজন্য প্রকৃতি ভাল, রসাল ফলের বৃক্ষও নির্মাণ করে আর ঐ বৃক্ষেরই পাশে এক কাঁটাযুক্ত বৃক্ষও নির্মাণ করে। সে ভেদাভেদ করে না। দুরকমের বৃক্ষই সে বিকশিত করে। প্রকৃতিতে সমানতা আছে। সে সবার সঙ্গে একরকম ব্যবহার করে। সেইজন্য জঙ্গলে ভাল গাছও হয়, খারাপ গাছও হয়। প্রকৃতি সবাইকে বাড়বার সমান অধিকার দেয়। কে কোন দিশাতে বাড়বে, তা ঐ বৃক্ষের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য পরমাত্মা যখন কৃপা করেন তো সবার উপর করেন। পরমাত্মার ঐ কৃপাকে কে কিরকম ব্যবহার করবে, তা তার উপর নির্ভর করে।

ক্রমশঃ

# ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**বর্ধমান:** আগামী সপ্তাহে ফের জেলা সফর শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ২৬ আগস্ট, মঙ্গলবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছেন বর্ধমানে। সেখানে দুই বর্ধমানের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক সভার পাশাপাশি, জেলায় বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভক্তদের হাতে সরাসরি সুবিধা তুলে দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এবিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জানান, "মুখ্যমন্ত্রীর সভার বিষয়ে প্রশাসনিক মহল প্রস্তুতি শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে একাধিক প্রকল্পের সূচনা হওয়ায় কথা রয়েছে। তবে এখনও এই বিষয়ে চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হয়নি।" মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে জেলায় ইতিমধ্যে প্রশাসনিক স্তরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশেষত খারাপ

এরপর ৫ পাতায়

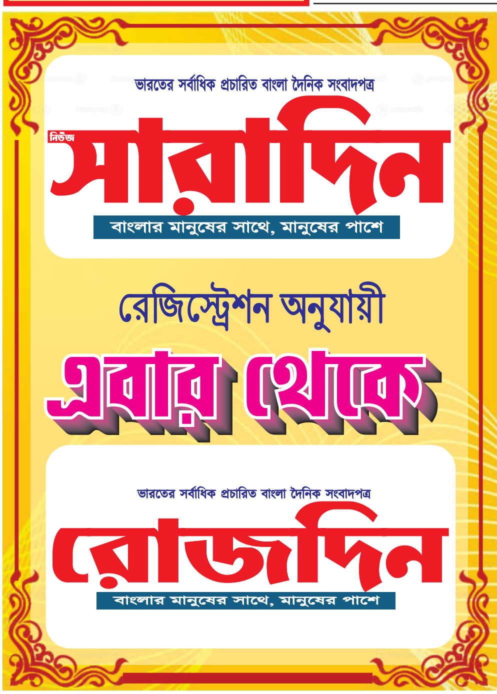

# হিন্দু ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদানে কাঁথি মহকুমা শাসকের ন্যায় বিচার

অতনু জানা

অবশেষে ওবিসি সার্টিফিকেট পেলেন কাঁথি মহকুমার ভূপতি নগরের অতনু জানা। হিন্দু ওবিসি-র মধ্যে চাষী কৈবর্ত সমাজের ক্ষেত্রে টালবাহানা বহুদিনের। চাষী কৈবর্ত পরিবারের সন্তান হিসাবে ২০২৩ সালে তিনি অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করেন। সেটা বাতিল হলে দ্বিতীয়/ তৃতীয়বার করেন। ভগবানপুর-২ বিডিও সব আবেদন বাতিলের সুপারিশ করেন। কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, অতনু জানার পরিবার মাহিষ্য সমাজভুক্ত, 'চাষী কৈবর্ত ' নয়। বারবার এভাবে আবেদন বাতিলের পর অতনু কলকাতা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেন। বিচারপতি অমৃতা সিংহ এবছর ২৮ মার্চ কাঁথি মহকুমা শাসককে তিন মাসের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন।

কাঁথির মহকুমা শাসক ৮ জুলাই আবেদনকারী অতনু জানা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের শুনানী করেন। শুনানী কালে তারা জানান যে, বর্তমানে মাহিষ্য নামে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এই জনগোষ্ঠীর জাতিগত পরিচয় কৈবর্ত হিসাবে।যা চাষী কৈবর্ত, হেলে কৈবর্ত, দাস কৈবর্ত প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হয়েছে। আর জন্ম সূত্রে পাওয়া এই পরিচয় বদল করা যায় না। প্রসঙ্গত তাদের পূর্ব পুরুষ ইন্দ্রনারায়ণ জানা নামিত ১৯২১ সালের একটি জমির দলিল পেশ করেন, যেখানে জাতি 'কৈবর্ত' বলে উল্লেখ আছে। মহকুমা শাসক প্রতীক অশোক ধুমাল আবেদনকারীর তথ্য প্রমাণে সন্তুষ্ট হয়ে বিসিডব্লিউ ইনস্পেক্টর ও বিডিও-র দেওয়া সমস্ত রিপোর্ট বাতিল করে দেন এবং ২১ আগস্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতনু জানার নামে 'চাষী কৈবর্ত ' পরিচয়ে ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

প্রথম প্রজন্মের সার্টিফিকেট পেয়ে আবেদনকারী অতনু জানা বলেন যে, এই সার্টিফিকেট পাওয়ার লড়াই নিজের জন্য যতটা তার থেকে বেশী প্রয়োজন ছিল সমাজের জন্য সাংবিধানিক অধিকার অর্জনের। তিনি আরো জানান যে, এই লড়াই ও সাফল্যের মূলে আছেন বঙ্গীয় হেলে/হেলিয়া /চাষী কৈবর্ত/ দাস কৈবর্ত সমাজের সম্পাদক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত। তাঁরই পরামর্শ মতো হাইকোর্টে মামলা করেছেন এবং এসডিও-র শুনানী কালে তথ্য প্রমাণ পেশ করেছেন। এব্যাপারে সিদ্ধানন্দ পুরকাইত জানান যে, 'মাহিষ্য' নাম অ্যাডপ্টেড, জেনেরিক নাম কৈবর্ত/চাষী কৈবর্ত ইত্যাদি। তাই কাঁথি মহকুমা শাসক প্রকৃত তথ্য যাচাই করে সত্যের পক্ষে রায় দিয়ে ন্যায় বিচার করেছেন।

# সন্দেশখালির ছায়া পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে, অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

**জামালপুর:** তৃণমূল নেতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার একজোট গ্রামবাসীরা ।প্রতিরোধে এককাট্টা । সন্দেশখালির ছায়া এবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে। সন্দেশখালির শাহজাহানের প্রতিচ্ছবি যেন জামালপুরের ফিরোজ । শেখ শাহজাহানের প্রতিচ্ছবি এবার জামালপুরে শেখ ফিরোজের ।লুটপাট ,হুমকি, মসজিদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। যদিও শেখ ফিরোজ তার বিরুদ্ধে ওঠাঅভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অভিযোগের পাল্টা জবাব জবাব দিয়েছেন অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি শেখ শাহাবুদ্দিন। ইতিমধ্যেই চখনজাদি

এরপর ৪ পাতায়

# 'স্বরবিতানে'র তিন দশক পূর্তি অনুষ্ঠান ও 'আলোর মিছিল' পত্রিকার শারদ সংখ্যা প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ডায়মণ্ড হারবার পৌর সভার অন্তর্গত ধনবেড়িয়া জোড়া মন্দিরতলায় আজ স্থানীয় শিল্প সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র 'স্বরবিতানে'র সাড়ে তিন দশক পূর্তি বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের আজ সমাপ্তি ঘটে। সারাদিন নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে রতন হালদারের সানাই বাদন সকলকে মুগ্ধ করে। তৃষ্ণা মণ্ডলের পরিচালনায় সংস্থার শিল্পীরা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিশিষ্ট নাট্যকার ও শিক্ষক অজয় ভট্টাচার্য, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল, স্থানীয় কাউন্সিলর মৃদুল কুমার হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সম্মাননীয়

অতিথির পদ অলংকৃত করেন। এদিন এলাকার প্রয়াত সংস্কৃতি কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁদের স্মরণে 'তবু মনে রেখো' নামে একটি স্মরণিকা এবং 'আলোর মিছিল' সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়।

এরপর 'কবিতার সঙ্গে কিছুক্ষণ' নামে নির্বাচিত কবিদের স্বরচিত পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কবি ও লেখকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস হালদার, স্বপন কুমার মান্না, অমলেন্দু বিকাশ দাস, চন্দন মাইতি, নীলরতন মণ্ডল, তাপস মণ্ডল, খয়রুল আনাম, দিলীপ কুমার ঘোষ, শিশির পাইক প্রমুখ আরো অনেকে। স্বরবিতানের সভাপতি তথা বিশিষ্ট কবি ও শিল্পী সংস্থার সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস তুলে ধরেন। সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তপনকান্তি মণ্ডল গ্রামীণ সংস্কৃতি চর্চার প্রেক্ষাপট এবং জেলার নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিকথা সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে যোগ ব্যায়াম প্রদর্শনী, আবৃত্তি, সঙ্গীত, দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ব্যালে 'হে কাণ্ডারী', রবীন্দ্রনাথের নদীর পূজা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য 'শ্রীমতী', এবং অন্যান্য নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা হয়। সমগ্র আনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দেবাশিস হালদার, নীলাঞ্জন রায় চৌধুরী ও শঙ্কর সরকার।

# গণতন্ত্রে জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা মন্থন সর্বোত্তম মাধ্যম: শাহ

**ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক**

**নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট ২০২৫** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ আজ বলেছেন যে গণতন্ত্রে জনসাধারণের সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা মন্থন সর্বোত্তম মাধ্যম।

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিঠলভাই প্যাটেলের কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রথম নির্বাচিত ভারতীয় স্পিকার হওয়ার ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দিল্লি বিধানসভায় আয়োজিত দুই দিনের স্পিকার সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছিলেন শ্রী শাহ।

দিল্লি বিধানসভার স্পিকার বিজেন্দ্র গুপ্ত, কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয় কুমার সাক্সেনা এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি রেখা গুপ্তা সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রী শাহ দিল্লি বিধানসভার স্পিকারকে অনুরোধ করেন যে, এই সভার সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়া বক্তৃতাগুলির একটি সংকলন দেশের সকল বিধানসভার লাইব্রেরিতে সংরক্ষণ করা হোক যাতে আজকের যুবসমাজ এবং বিধায়করা জানতে পারেন যে দিল্লি বিধানসভায় স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার কাজ কীভাবে করা হয়েছিল।

শ্রী শাহ বলেন যে দিল্লি বিধানসভা বিঠ্ঠলভাই প্যাটেলের জীবনের উপর ভিত্তি করে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। তিনি অনুরোধ করেন যে সমস্ত বিধানসভায় অনুরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করা উচিত, যাতে দেশের সকল বিধায়ক, আইন পরিষদের সদস্য এবং যুবসমাজ কেবল বিঠ্ঠলভাই প্যাটেলের জীবন ও কর্ম সম্পর্কেই নয়, স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কেও তথ্য পেতে পারে।

# গ্রেপ্তারির কয়েকঘণ্টার মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

গ্রেপ্তারির কয়েকঘণ্টার মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে। সূত্রের খবর, তাঁর দেহে একাধিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। জরুরি বিভাগে ভর্তি হলেও সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আইসিইউতে। কিন্তু সরকারিভাবে রনিলের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুই বলা হয়নি।প্রসঙ্গত ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় চরম আকার নেয় আর্থিক সংকট। দেশ ছেড়ে পালান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে। কঠিন সেই সময়ে দেশের হাল ধরেন রনিল। ভারতের সাহায্য নিয়ে দেশকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে বের করে আনেন তিনি। বিক্রমাসিংহে ২০২২ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। এই সময়কালে ভারত-শ্রীলঙ্কার সম্পর্কে নতুন সেতু গঠিত হয়। চিনের ঋণের ফাঁস ছাড়াতেও তৎপর হয় নতুন শ্রীলঙ্কা। তবে সময় বদলেছে। চিনা ঋণের চাপে ক্রমশ কোণঠাসা শ্রীলঙ্কা। এই অবস্থায় 'ভারতবন্ধু' রনিলের গ্রেপ্তারির নেপথ্যে চিনের হাত থাকার সম্ভাবনা জোরালো হতে শুরু করেছে।শুক্রবার রনিলের গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসে। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত কলম্বোর ন্যাশনাল হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। হাসপাতালের ডিরেক্টর ডঃ রুকশান বেলানা জানান, একাধিক সমস্যা রয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের। ডিহাইড্রেশন, রক্ত শর্করা, উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যায় ভুগছেন রনিল। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়, ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করতে হয় তাঁকে। তবে শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছেন রনিল।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে জি-৭৭ বৈঠকে যোগ দিতে ব্রিটেন গিয়েছিলেন রনিল ও তাঁর স্ত্রী মৈত্রী। এই সফরে রনিলের স্ত্রী উলভারহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। তবে বিতর্কের মুখে রনিল জানান, তাঁর স্ত্রীর ভ্রমণের খরচে সরকারি অর্থ ব্যয় হয়নি। এর পর রনিলের প্রেসিডেন্ট পদ খোয়ালে এই ইস্যুতে তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে সম্প্রতি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় রনিল ও তাঁর স্ত্রীকে। এরপর গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের।

(১ম পাতার পর)

# ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী

আবহাওয়ার কারণে রাস্তাঘাটের বেহাল দশা এখন। মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথ মসৃণ করে দিতে জোরকদমে চলছে কাজ।

এদিন পূর্ব ও পশ্চিম দুই বর্ধমানের আধিকারিকদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও, প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা সভায় উপস্থিত থাকবেন। তার মধ্যে রয়েছে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষরা। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার সরাসরি পাট্টা বিলি করতে পারেন। দুই জেলার সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তদের হাতে সরাসরি সুবিধাও তুলে দেবেন বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে এসে রাস্তা সহ একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করতে পারেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর ঘিরে প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা তুঙ্গে। এদিন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকরা মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাঠটি পরিদর্শন করেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর সভার জন্য বর্ধমানে পুলিশ লাইনের মাঠ ও বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাঠটি বাছাই করা হয়। শেষ পর্যন্ত বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মাঠটি ঠিক করা হয়েছে। সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী জি টি রোড ধরে পুলিশ লাইন পর্যন্ত পদযাত্রা করতে পারেন।

# সম্পাদকীয়

## রাতের অন্ধকারে কেন ভারতে ঢুকছিল বাংলাদেশ সেনার আধিকারিক?

সীমান্তে অনুপ্রবেশ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এবার বিএসএফের হাতে ধরা পড়লেন হাসিনা সরকারের সেনা আধিকারিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করতেই বিএসএফের হাতে পাকড়াও বাংলাদেশের পূর্ববর্তী সরকারের সেনাবাহিনীর সচিব। তাঁর নাম আফরুজ্জামান।বাংলাদেশের ওই প্রাক্তন সচিবকে স্বরূপনগর থানায় রাখা হয়েছে। রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। সূত্রের খবর, দুই দেশের হাই কমিশনারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ইউনূস সরকারের হাত থেকে জীবন রক্ষার করতেই বাংলাদেশে দীর্ঘ কয়েক মাস সীমান্তবর্তী এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন। তারপর গতকাল, শনিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগে সীমান্ত পেরিয়ে এ দেশে ঢোকার চেষ্টা করেন। সেই সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়েন।বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের হাকিমপুর চেকপোস্টে এই ঘটনা ঘটে। আফরুজ্জামান নামক ওই বাংলাদেশি নাগরিককে অনুপ্রবেশ করার সময় হাতেনাতে ধরে বিএসএফ। জানা যায়, হাসিনা সরকারের আমলে সেনাবাহিনীর সচিব ছিলেন আফরুজ্জামান। এসিপি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সাতক্ষীরা জেলায় আত্মগোপন করেছিলেন এই উচ্চ স্তরের আধিকারিক।

বর্তমানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। ঝড়-বৃষ্টির সুযোগেই ভারত-বাংলাদেশের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন আফরুজ্জামান। তবে ভারতের মাটিতে পা রাখতেই ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে আটক করে। তারপর স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁকে।

রাতেই এই ঘটনা বিএসএফ ও পুলিশ যৌথভাবে রাজ্যের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানানো হয়। আফরুজ্জামানের কাছ থেকে বেশ কিছু নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই সমস্ত নথি তুলে দেওয়া হয়েছে ভারতের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের হাতে। পুরো বিষয়টি ভারতের হাই কমিশনারের তরফে বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে জানানো হয়েছে।

# আদিশক্তি

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**
**(প্রথম পর্ব)**

কার দিন কী ভাবে যাবে কেউ বলতে পরে না,জীবনে চলার পথে কেউ রাজা কেউ বা ফকির। এ সবই তার লীলা লেখা,তিনি আমাদের পরিচালনা করে। এই ভবতারিণী মা কালী কালীঘাটের শক্তি মানব কল্যাণী একমাত্র পথ। সেই পথের পথিক বহু যুগ ধরে ঘটে আসছে। আমার সবাই জানি তার মহিমা এবং তার অলৌকিক শক্তি কথা । তাই বলাই ভালো কলকাতাতে অনেক ধর্মীয় স্থান আছে। কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীন হল কালীঘাটের কালী মন্দির।

যাঁরা কলকাতায় বেড়াতে আসেন বা থাকেন তাঁরা কেউই

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(২ পাতার পর)

## সন্দেশখালির ছায়া পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে, অতিষ্ঠ গ্রামবাসীরা

বেরুগ্রাম সহ একাধিক এলাকার মানুষজন একত্রিত হয়ে ওই 'বেতাব বাদশার' বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন।তৃণমূল নেতার অত্যাচারের অতিষ্ট গ্রামবাসীরা। সন্দেশখালির ছায়া এবার জামালপুরে। শেখ শাহজাহানের মত সন্ত্রাস অত্যাচার জুলুমবাজি করার অভিযোগ উঠল জামালপুরের তৃণমূল নেতা শেখ ফিরোজের বিরুদ্ধে। জামালপুরের বেরুগ্রাম অঞ্চলের মানুষ জন রবিবার সরব হয়েছেন এই তৃণমূল নেতার অত্যাচারে। তাদের অভিযোগ এই তৃণমূল নেতা নিজেকে বিভিন্ন সাংসদ ,এম এল এ ও মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় প্রভাব দেখাতে শুরু করেছে।

তার বিরুদ্ধে মানুষ কথা বলতে পারে না। গোটা ঘটনাকে ঘিরে তুমুল শোরগোল জামালপুরের রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রভাবশালী নেতার বাড়ি জামালপুরে বেরুগ্রাম এলাকার চখনজাদি গ্রামে(C h a k h a n j a d i Village)। এলাকার মানুষজন জানিয়েছেন শেখ ফিরোজ কোন বড় মাপের নেতা নয় ।তবে তার স্ত্রী ২০০৮ সাল থেকে এক টানা পঞ্চায়েত প্রধান। তাদের অভিযোগ স্ত্রী পঞ্চায়েতের প্রধান হওয়ার পর থেকেই তিনি বেরুগ্রাম অঞ্চলের 'বেতাব বাদশা' মনে করেন নিজেকে। তার বিরুদ্ধে এবার সন্দেশখালির মত আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন এলাকা বাসি। তৃণমূল কংগ্রেসের এই নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ একাধিক অসৎ পথে এই নেতা টাকা কামিয়ে নিজেকে 'বেতার বাদশা' মনে করছে।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

কালীর মূর্তিরূপ বিবর্তনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্ক হিসেবে আছেন, এজন্য কালী কেবল মেয়ে নয়, এই পুরুষ দেবতারাও কালীমূর্তির উৎসে বিরাজ করছেন।

আমরা সরাসরি এঁদের আলোচনায় আসব এবার।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# অমাবস্যার অন্ধকারে রোজগারে আলোর রোশনাই তারাপীঠে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

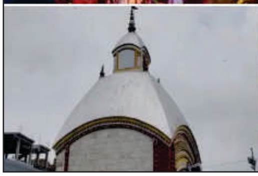

তারাপীঠ: শুক্রবার কৌশিকী অমাবস্যায় রোজগারে আলোর রোশনাই দেখল তারাপীঠ। রেকর্ড পরিমাণ ভক্ত সমাগম ঘটেছে এ বছর তারাপীঠে। মোট ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার মদ বিক্রি হয়েছে তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষে। গত বছরের তুলনায় আবগারি দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত মদ বিক্রি হয়েছে।শুক্রবার ভোর থেকে ভক্তদের ভিড়ে মুখরিত ছিল তারাপীঠ মন্দির চত্বর। ফুল, আলো আর সাজসজ্জায় যেন উৎসবের রূপ নিয়েছিল দেবীর আঙিনা। সকালবেলায় মা তারার স্নান ও মঙ্গলারতির পর খুলে দেওয়া হয়েছিল গর্ভগৃহ।শুক্রবার সকাল ১১টা ৫৫ মিনিট থেকে শুরু হয়েছিল অমাবস্যা তিথি। সন্ধেবেলা দেবীর রাজবেশে আরাধনা ঘিরে ছিল আলাদা আয়োজন। ভক্তদের সুবিধার জন্য বড় স্ক্রিনে পুজো-আরতি দেখার ব্যবস্থাও করেছিল মন্দির কর্তৃপক্ষ।অসংখ্য পুণ্যার্থী ভিড় জমালেও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি ছিল। মন্দির চত্বরে এবং জনবহুল মোড়ে ছিল ১০টি ওয়াচ টাওয়ার। নজরদারিতে মোতায়েন ছিল ২,৭০০ পুলিশ কর্মী। নিরাপত্তার জন্য ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে ২১টি পুলিশ সহায়তা ক্যাম্প খোলা হয়েছিল।ভক্তদের ঢল, আধ্যাত্মিক আবহ, আর কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ দিন উদযাপিত হয় তারাপীঠে। আর তাতেই এই উৎসবে রেকর্ড পরিমাণ মত বিক্রি হয় তারাপীঠে।এ বছর তারাপীঠে ৫ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে। কোন হোটেলেই ঘর খালি ছিল না। তবে হোটেলে অতিরিক্ত ঘর ভাড়া যাতে না নেওয়া হয় তার জন্য প্রশাসন ছিল তৎপর। চালু করা হয়েছিল পর্যটকদের জন্য বিশেষ "হেল্প ডেক্স"। গোটা তারাপীঠ জুড়ে কয়েক হাজার পুলিশ ফোর্স মোতায়ন করা হয়েছিল। মূল তারাপীঠ শহরে কৌশিকী অমাবস্যার আগের দিন থেকে বহিরাগত যানবাহন চলাচলের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল পুলিশ। লাগানো হয়েছিল অতিরিক্ত ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়েছিল। কৌশিকী অমাবস্যার ভোরবেলা থেকেই মা তারাকে দর্শন করার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল মন্দিরের মূল ফটক।

যদিও ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ১৫০০টাকা এবং ২০০০ টাকা দিয়ে আগাম লাইনে দাঁড়িয়ে পুজো দেওয়ার সুযোগকে কেন্দ্র করে খুব উগড়ে দিয়েছে। মন্দির কমিটির দিকে আঙুল তুলেছে সাধারণ ভক্তরা। তাদের বক্তব্য যারা টাকার বিনিময় লাইনে দাঁড়াতে পারেননি তাদের দীর্ঘক্ষণ মায়ের দর্শন এবং পুজো দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ভক্তদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় এবং বৃষ্টিতে ভিজতে না হয় তার জন্য ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।কৌশিকী অমাবস্যায় ভক্তদের ঢল নেমেছিল এবার।উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল তারাপীঠ মন্দির চত্বর।

## দামোদর চর থেকে উদ্ধার নিখোঁজ গৃহবধূর মৃতদেহ

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দামোদর নদের চরে নিখোঁজ গৃহবধূর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য রানীগঞ্জে। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম সুস্মিতা মালাকার। বয়স ৩২ বছর। রবিবার (২৪ অগস্ট) রানীগঞ্জের তিরাট পঞ্চায়েতের চেলোদ এলাকায় ওই মহিলার দেহ দামোদর নদে ভাসতে দেখেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে, নিখোঁজ গৃহবধূকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি এখন খতিয়ে দেখছে শালতোড়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই সুস্মিতা মালাকারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন পুলিশ। ময়নাতদন্তের পর সুস্মিতার দেহ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ঘটনাস্থলে থেকে পাওয়া কিছু ছবিতে দেখা গিয়েছে, সুস্মিতার পরনে ছিল কালো কুর্তি লেগিংস। তাঁর জুতো, ছাতা ইতিমধ্যেই উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে তিনি আত্মহত্যা করেছেন নাকি তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।শেষমেশ আজ সকাল দামোদর নদে ভাসতে দেখা যায় তাঁর দেহ।

তিনি রানীগঞ্জের চাপই গ্রামের মন্ডল পাড়ার বাসিন্দা মান্তু মালাকারের স্ত্রী ছিলেন। যিনি পেশায় গাড়ির চালক। শনিবার সকাল থেকে স্ত্রীকে খুঁজে না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই রানীগঞ্জ থানার নিমচা পুলিশ ফাঁড়িতে স্ত্রীর নিখোঁজ ডায়েরি করেন মান্তু। তবে মান্তু মালাকারের স্ত্রীর দেহ যেহেতু বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া থানার অন্তর্গত দামোদর চর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সেহেতু শালতোড়া থানার পুলিশ এই বিষয়টি দেখাশোনা করবেন। ইতিমধ্যেই পুলিশ মহিলার দেহ জল থেকে উদ্ধার করেছে। এবং সুস্মিতার বডি নৌকাতে করে ওপারে নিয়ে গিয়েছেন। তবে কীভাবে ওই মহিলা নদির চর পর্যন্ত পৌঁছলেন, কেনই বা তিনি গতকাল বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন, তা এখনও জানা যায়নি।

### আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

### রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# মোদিকে হুঁশিয়ারি অভিনেতা থালাপতি বিজয়ের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি-কে 'আদর্শিক শত্রু' আখ্যা দিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা থালাপতি বিজয়।

২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের আগে মাদুরাই শহরে এক হাই-ভোল্টেজ সমাবেশে, 'তামিলাগা ভেত্রি কাজাগাম (টিভিকে)- এর প্রধান অভিনেতা বিজয় এই হুঁশিয়ারি দেন।

এ সময় রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল ডিএমকে-কে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রাখার অভিযোগ করেন তিনি।

ইতিহাসের সমান্তরাল চিত্র তুলে ধরে এবং আঞ্চলিক গর্বকে জাগিয়ে তুলে, নিজের দলকে তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেন বিজয়।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, দলের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে বক্তৃতা দেওয়ার সময়, অভিনেতা ও রাজনীতিবিদ থালাপতি বিজয় টিভিকে-র প্রতি সমর্থন আদায়ে প্রতীকবাদ, তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বার্তা এবং আবেগপূর্ণ আবেদন ব্যবহার করেন। ২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে দলটি।

অনুষ্ঠানে বিজয় বলেন, একটি সিংহ ভিড়ের মধ্যে থাকতে জানে এবং সে একা থাকতেও জানে। এটি অনন্য। সিংহ কেবল শিকারের জন্য বেরিয়ে আসে, বিনোদনের জন্য নয়।

তিনি আরও বলেন, গুজব রটেছে যে, টিভিকে বিজেপির সাথে হাত মেলাচ্ছে। আমরা বিজেপির সাথে জোট করছি না। আমাদের দল কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের দল জনগণের দল। তামিলনাড়ুর মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে।

জনসেবা এবং নৈতিক স্পষ্টতার উপর ভিত্তি করে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে টিভিকে-কে একটি 'বিপ্লবকারী শক্তি' হিসেবে চিত্রিত করেছেন বিজয়। বিশাল জনসভায় দেওয়া তার ভাষণকে টিভিকে-র 'মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া' ভাষণ হিসেবেই দেখছেন অনেকে।

**বিজেপিকে কেন 'আদর্শিক শত্রু' বলছেন বিজয়?**

বিজেপিকে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজ দলের 'একমাত্র আদর্শিক শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন থালাপতি বিজয়। আর টিভিকে-র প্ল্যাটফর্মকে অভিহিত করেছেন বিজেপির 'জনবিরোধী নীতি' এবং 'কেন্দ্রীভূত শাসন মডেল' বলে।

বিজেপির বিরুদ্ধে তামিলনাড়ুর নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা উপেক্ষা করারও অভিযোগ করেছেন বিজয়।

এছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেন, 'এনইইটি বাতিল করুণ! আপনি কি এটা করতে পারবেন নরেন্দ্র মোদি আগরওয়াল?'

'একগুঁয়েমির কারণে আপনি এই পরীক্ষা চাপিয়ে দেওয়া অব্যাহত রেখেছেন... এনইইটি বাতিল করতে হবে', যোগ করেন বিজয়।

তামিলনাড়ুর শিক্ষার্থীদের কষ্টের প্রতি কেন্দ্র বধির বলে অভিযোগ করে থালাপতি বিজয় সতর্ক করে বলেন, আঞ্চলিক উদ্বেগ উপেক্ষা করলে 'রাজনৈতিক মূল্য' দিতে হবে।

# মহালয়ার আগেই ফের বঙ্গসফরে আসছেন মোদি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে প্রচারে ঝাঁপিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। গত কয়েকদিনে তিন বার বঙ্গসফরে এসেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, মহালয়ার আগে ফের বাংলায় আসবেন মোদি। এদিকে পুজো উদ্বোধনে শহরে আসার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহেরপ্রসঙ্গত, গত শুক্রবারই বঙ্গে এসেছিলেন তিনি। বিকেল ৪ টে বেজে ৫ মিনিট নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে নামেন মোদি। মোট তিনটি মেট্রো রুটের উদ্বোধন করেন তিনি। পড়ুয়া ও পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে মেট্রো সফর করেন তিনি। তারপর দমদমে সভাও করেন তিনি।

গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭৭ টি আসন জিতেছিল বিজেপি। পরবর্তীতে একাধিক বিধায়ক দলবদল করায় বাংলায় আসন সংখ্যা কমেছে পদ্মশিবিরের। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসন বাড়াতে মরিয়া বিজেপি। বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এবং রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে খবর, ২০২৫ সালে প্রত্যেক সাংগঠনিক বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর একটি করে জনসভা হবে। ইতিমধ্যেই তিনটি সভা করেছেন মোদি। শোনা যাচ্ছে, মহালয়ার ঠিক আগেরদিন অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বরে নবদ্বীপে একটি জনসভা করবেন তিনি। পুজোর পর জোরকদমে চলবে প্রচার। মোদি ও শাহ একাধিক বৈঠক করবেন বাংলায়। যদিও সফরের দিনক্ষণ এখনও নিশ্চিত করেনি বিজেপি।

# নন্দীগ্রামে মহিলা সংঘের ভোটে বিপুল জয় তৃণমূলের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

নন্দীগ্রামের মহিলা সংঘের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল। উড়ল সবুজ আবির। রবিবার মহিষাদলের নাটশাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নাটশাল-১ রূপনারায়ণ বহুমুখী প্রাথমিক মহিলা সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেডের ভোটে এই সাফল্যে খুশির হাওয়া স্থানীয় ঘাসফুল শিবিরে। সমবায়ের মোট আসন ১১টি।অন্যদিকে, নন্দীগ্রাম দু' নম্বর ব্লকের বিরুলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি পরিচালনা বোর্ড দখল করেছে গেরুয়া শিবির। রবিবার ছিল এই সমবায়ের ভোট। এখানে মোট আসন ১২টি। সবক'টি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। এরপর জয় উদযাপন করতে গিয়ে বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ। হামলা চলে রাস্তার উলটোদিকে থাকা তৃণমূলের ক্যাম্পে। দুই শিবিরের হাতাহাতিতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। শেষমেশ পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।যার মধ্যে ৯টি তৃণমূল, ১টি বিজেপি এবং ১টি আসনে নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। অন্যদিকে, নন্দীগ্রাম ২ নং ব্লকের বিরুলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি পরিচালনা বোর্ড দখল করেই কার্যত তাণ্ডব দেখাল বিজেপি! 'জয় শ্রীরাম' বনাম 'জয় বাংলা' স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বিরুলিয়া এলাকা।

জানা যাচ্ছে, ভোটের আগের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪ টি আসনে তৃণমূল এবং একটিতে নির্দল প্রার্থী জয়লাভ করেছেন। রবিবার ৬ টি আসনে ভোট হয়। এদিন ১২২ জন ভোটারের মধ্যে ১১৮ জন ভোটার ভোটদান করেন। বিকেলে ফলপ্রকাশ হলে দেখা যায়, ৬ টি আসনের মধ্যে ৫টিতেই তৃণমূল জয়ী হয়েছে। বাকি একটি আসন দখল করেছে বিজেপি। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত নাটশাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রধান শিবপ্রসাদ বেরা বলেন, "এই জয় বাংলার তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উন্নয়নের জয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মহিলাদের কথা ভাবেন, তা মাথায় রেখে মহিলারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করিয়েছেন।"

# সিনেমার খবর

## পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকির জবাবে মিঠুন চক্রবর্তীর বিস্ফোরক মন্তব্য!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত থাকায় ভারতের বিরুদ্ধে সম্প্রতি যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। আর বিলাওয়ালের সেই মন্তব্যের জবাবে পাকিস্তানকে 'প্রস্রাবের সুনামিতে' ভাসিয়ে দেয়ার হুমকিসহ কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

তিনি বলেছেন, এভাবে কথা বলতে থাকলে আর যদি আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়, তাহলে একের পর এক ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে যাবে। তাতেও যদি না হয়, তাহলে আমরা এমন একটি বাঁধ বানাবো, যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ প্রস্রাব করবে। তারপর বাঁধের দরজা খুলে দিলে সুনামি হয়ে যাবে।

মূলত পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারির সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এমন মন্তব্য করেন মিঠুন। পরে অবশ্য তিনি বলেন, আমার পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে নই, আমার এসব সব কথা শুধু তার (বিলাওয়াল ভুট্টো) জন্য।

এর আগে, সোমবার সিন্ধু প্রাদেশিক সরকারের একটি অনুষ্ঠানে বিলাওয়াল ভুট্টো বলেন, ভারত যদি সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত রাখে, তবে পাকিস্তানের হাতে যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা যুদ্ধ করে ৬টি নদীর অধিকার ফেরত নেওয়ার মতো শক্তিশালী। ভারত যদি এই পথে আগাতে থাকে, তাহলে আমাদের কাছে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় যুদ্ধসহ সব ধরনের বিকল্প খোলা থাকবে।

তিনি বলেন, সিন্ধু নদের পানি প্রবাহে পরিবর্তন পাকিস্তানের 'ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ওপর' আঘাত। বিশেষ করে, সিন্ধু প্রদেশের জন্য হুমকি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিন্ধু নদীতে বাঁধ প্রকল্প পাকিস্তানের পানি নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকি। বিলওয়ালের দাবি, এর পেছনে সাম্প্রতিক সামরিক সংঘাতে পরাজয় মেনে নিতে না পেরেই এই পদক্ষেপ নিয়েছে ভারত।

এদিকে, চলতি মাসেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সময়ে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল অসিম মুনিরও ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে পারমাণবিক হামলার হুমকি দেন। তিনি সতর্ক করে বলেন, অস্তিত্ব সংকট দেখা দিলে পাকিস্তান তার পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার ব্যবহার করবে ও ভারত যদি পাকিস্তানে সিন্ধু নদের পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেয়, তবে তারা ভারতীয় অবকাঠামো ধ্বংস করে দেবে।

## এবার শিল্পা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চরম বিপাকে শিল্পা শেট্টি ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রা। অশ্লীল ভিডিও বানানো এবং তা বিক্রি করার ঘটনায় ইতোমধ্যেই মুখ পুড়েছে তাদের। এবার তাদের বিরুদ্ধে উঠল প্রতারণার অভিযোগ। ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে শিল্পা ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

জানা গেছে, দীপক কোঠারি নামক এক ব্যবসায়ী অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টি, রাজ কুন্দ্রা ও আরেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৬০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন। ২০১৫ সাল থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এই বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেন শিল্পা ও রাজ কুন্দ্রা।

মুম্বাই পুলিশের সূত্রে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে, ওই ব্যবসায়ীকে ব্যবসা আরও বৃদ্ধি করার টোপ দেওয়া হয়েছিল। রাজ ও শিল্পার কথাতেই বিশ্বাস করে তিনি কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন। ওই কোটি কোটি টাকা দিয়ে শিল্পা শেট্টি ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রা নিজেদের ব্যক্তিগত খরচ করেছেন।

এরপরই ওই ব্যবসায়ী মুম্বাইয়ের জুহু থানায় মামলা দায়ের করেন। এই মামলা এখন মুম্বই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত শুরু হলে শিল্পা ও রাজকে শিগগিরই তলব করা হতে পারে।

প্রসঙ্গত, এর আগে অশ্লীল ভিডিও তৈরির অভিযোগে ২০২১ সালে গ্রেফতার করা হয়েছিল শিল্পার স্বামী রাজ কুন্দ্রাকে। হটশট নামক একটি বিনোদন অ্যাপে পর্ন ভিডিও তৈরি করে বিক্রি করা হতো দেশ-বিদেশে। ওই সংস্থার মালিক ছিলেন রাজ কুন্দ্রা। দুই মাস জেলে থাকার পর জামিন পান তিনি। তবে ওই অ্যাপ সংক্রান্ত আর্থিক আত্মসাতের মামলা এখনো চলছে। একাধিকবার শিল্পা শেট্টি ও রাজ কুন্দ্রার বাড়ি অফিসে তল্লাশি চালিয়েছে ইডি। ২০২৪ সালে ইডি ৯৮ কোটি টাকার সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করেছিল। বিটকয়েন দুর্নীতিতেও নাম রয়েছে রাজ কুন্দ্রার।

## জম্মুতে জব্দ অক্ষয় কুমারের গাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ভারতের জম্মুতে বিপাকে পড়েছেন বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার। কালো কাচ লাগানো গাড়িতে আসার কারণে জম্মুর ডোগরা চকে ট্রাফিক পুলিশের বাধার মুখে পড়েন তিনি। নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগে অভিনেতার এসইউভি গাড়িটি জব্দ করে স্থানীয় প্রশাসন।

জম্মু ট্রাফিক পুলিশের একজন কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে জানান, রাজ্যে গাড়িতে কালো কাচ ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অক্ষয় কুমারের গাড়িতে এমন কাচ থাকায় তা আটক করা হয়েছে। তিনি বলেন, "আইন সবার জন্য সমান। তারকা হলেও কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন।"

আইন অনুযায়ী, বাইরে থেকে গাড়ির ভেতরের দৃশ্য পরিষ্কার না থাকলে সেটি বেআইনি বলে বিবেচিত হয়। জম্মুর এএসআই নিশ্চিত করেছেন, "কালো কাচ যুক্ত গাড়ি চালানো এখানকার ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন। তাই গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং কাচ সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য অক্ষয় কুমারকে অর্থদণ্ড গুণতে হতে পারে। যদিও এই ঘটনার কারণে তার কাজের কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিনেতা অক্ষয় কুমার সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন এবং নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

# ইংল্যান্ডের বাজবলের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চান বোল্যান্ড

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

সবশেষ অ্যাশেজ সিরিজে বাজে পারফরম্যান্স ছিলো স্কট বোল্যান্ডের। ইংল্যান্ডে সেভাবে আলো ছড়াতে পারেননি তিনি। তবে এবার লড়াইটা ঘরের মাঠে। চেনা কন্ডিশনে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের আগ্রাসী ক্রিকেটের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন বলে আত্মবিশ্বাসী অস্ট্রেলিয়ান পেসার।

২০২৩ সালের অ্যাশেজে দুটি টেস্ট খেলেন বোল্যান্ড। এজবাস্টন ও হেডিংলিতে তার ওপর আক্রমণ চালান ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা। তাতে ১১৫.৫০ গড়ে স্রেফ দুই উইকেট নিয়ে সিরিজ শেষ করেন ডানহাতি এই পেসার। টেস্ট ক্যারিয়ারে এত বাজে পারফরম্যান্স কখনও করেননি তিনি।

১৪ টেস্ট খেলে ৬২ উইকেট নেওয়া বোল্যান্ডের বোলিং গড় ১৬.৫৩। টেস্ট ইতিহাসে অন্তত ৫০ উইকেট নেওয়া বোলারদের মধ্যে ষষ্ঠ সেরা বোলিং গড় তার। আর গত ১১০ বছরের মধ্যে এত কম বোলিং গড়ে

তার চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পারেননি কেউ।

পরিসংখ্যানের দিক থেকে ১০০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে গড়ের হিসেবে সেরা টেস্ট বোলার হয়েও অস্ট্রেলিয়া দলে নিয়মিত নন বোল্যান্ড। দলটির পেসত্রয়ী প্যাট কামিন্স, জশ হেইজেলউড ও মিচেল স্টার্কের কেউ চোট পেলে কিংবা বিশ্রামে গেলেই কেবল সুযোগ আসে তার। আর সীমিত সেই সুযোগটিই তিনি কাজে লাগান দারুণভাবে।

ঘরের মাঠে ২০২১-২২ মৌসুমের অ্যাশেজ দিয়ে টেস্ট অভিষেক হয় বোল্যান্ডের। ওই সিরিজে ১৮ উইকেট নেন তিনি ৯.৫৫ গড়ে। নিজ আঙিনায় এবার সুযোগ পেলে ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের নিষ্ক্রিয় করে রাখতে নিজেকে প্রস্তুত মনে করছেন ৩৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার।

তিনি জানান, “২০২৩ সালে ওই পারফরম্যান্সের পর থেকে আমি এটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। তবে আমার এখনও মনে হয়, ইংল্যান্ডে এমন কিছু সময় ছিল যখন আমি ভালো বোলিং করেছি, কিন্তু উইকেট পাইনি। আমি আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো বোলার। নিজেদের কন্ডিশনে খেলব, যেটা সম্পর্কে আমি খুব ভালো করেই জানি। ভালো কিছু পারফরম্যান্স উপহার দেওয়ার আশায় আছি।”

অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের কন্ডিশনের মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে বলে মনে করেন বোল্যান্ড। তার মতে, গত কয়েক বছরের মতো অস্ট্রেলিয়ান কন্ডিশন বোলিং সহায়ক হলে ‘বাজবল’ কৌশলে খেললে ভুগতে হবে ইংলিশদের। তিনি বলেন, “তারা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলবে। গত কয়েক বছরের মতো যদি উইকেট থাকে, আমার মনে হয়, ম্যাচের লাগাম সবসময় আমাদের হাতেই থাকবে।”

প্রসঙ্গত, আগামী নভেম্বরে পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হবে এবারের অ্যাশেজ।

## পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত নয়: হরভজন সিং

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই উত্তেজনা, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তবে এবার ক্রিকেটীয় নয়, রাজনৈতিক দিক থেকে আলোচনায় এল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মুখোমুখি হওয়া। এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন সাবেক স্পিনার হরভজন সিং। তার মতে, সীমান্তে যখন ভারতীয় সেনারা জীবন বাজি রেখে লড়ছেন, তখন পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট মাঠে প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

সম্প্রতি টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হারভজন বলেন, 'সীমান্তে আমাদের সেনারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন, পরিবার থেকে দূরে থাকেন। তাদের আত্মত্যাগের তুলনায় ক্রিকেট খুবই ছোট একটা ব্যাপার। একটা ম্যাচ না খেললে কিছুই হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'যতদিন না রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হচ্ছে, ততদিন পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো ধরনের ক্রিকেটীয় সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমরা শুধু মাঠে খেলতেই যাচ্ছি না, তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছি, হাসিমুখে ছবি তুলছি। এসব একেবারেই উচিত নয়।'

সম্প্রতি একটি সাবেক ক্রিকেটারদের টুর্নামেন্টে ভারত দল পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলতেই নামেনি। সেই দলে ছিলেন হরভজনও। সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জাতীয় দলকেও একই দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত।

তার মতে, 'আমরা সবাই ভারতীয়, কেউ ক্রিকেটার, কেউ অভিনেতা। কিন্তু দেশের চেয়ে বড় কেউ না। দেশের সম্মানই সবার আগে। ক্রিকেট ম্যাচ খেলাটা এই সম্মানের সামনে একেবারেই গুরুত্বহীন।'

সংবাদমাধ্যমের প্রতি এক ধরনের আহ্বান জানিয়ে হারভজন বলেন, 'মিডিয়ারও দায়িত্ব আছে। পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কথা, প্রতিক্রিয়া বা মতামত প্রচার করার দরকার নেই। তারা নিজেদের দেশে বসে যা খুশি বলুক, আমাদের উচিত তাদেরকে হাইলাইট না করা।'

ভারতের ইতিহাসের অন্যতম সফল এই অফস্পিনার শেষ পর্যন্ত মনে করিয়ে দেন, 'রক্ত আর ক্রিকেট একসঙ্গে বইতে পারে না। সীমান্তে যখন আমাদের সেনারা রক্ত ঝরাচ্ছেন, তখন আমরা ক্রিকেট খেলতে পারি না। দেশের স্বার্থই সবার আগে।'

## ১০০ বছরেও প্রথম স্তরে উঠতে পারবে না ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ক্লাইভ লয়েড

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

দুই স্তরের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে বিতর্ক যতই দিন যাচ্ছে, ততই বাড়ছে উদ্বেগ। বিশেষ করে র‌্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকা দলগুলোর জন্য এটি এক ধরনের শঙ্কার বার্তা। প্রস্তাবিত এই কাঠামোতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ক্যারিবীয় কিংবদন্তি ক্লাইভ লয়েড।

তার আশঙ্কা, যদি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি স্তর চালু হয়, তাহলে আগামী ১০০ বছরেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম স্তরে উঠতে পারবে না। শুধু তা-ই নয়, আর্থিক বণ্টনের ক্ষেত্রেও তারা থাকবে বৈষম্যের শিকার।

আইসিসির প্রস্তাবিত ফরম্যাট অনুযায়ী, ১২টি পূর্ণ সদস্য দেশকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হবে। প্রথম স্তরে থাকবে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় স্তরে ঠাঁই পাবে পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, আয়ারল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ে।

এই কাঠামো বাস্তবায়িত হলে দ্বিতীয় স্তরের দলগুলো বড় দলগুলোর বিপক্ষে আর নিয়মিত টেস্ট খেলার সুযোগ পাবে না। ফলে খেলোয়াড়দের মান উন্নয়ন ও ক্রিকেটীয় বাণিজ্য—উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা।

আরেকটি বড় প্রশ্ন উঠছে অর্থবণ্টন নিয়ে।

যেখানে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড পাবে ১৮০ মিলিয়ন ডলার, সেখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ভাগে আসবে মাত্র ৮০ মিলিয়ন।

লয়েড বলেন,[আমরা আগামী ১০০ বছর ধরেই সেই দ্বিতীয় স্তরে পড়ে থাকবো! আমাদের বোর্ডের উচিত এখনই আইসিসির কাছে যাওয়া। আমরা যখন শীর্ষে ছিলাম, তখন সবাই আমাদের সঙ্গে খেলতে চাইতো। এখন যেন ভুলে না যায় তারা।'

এক সময়ের ভয়ঙ্কর দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত মাত্র দুটি টেস্ট সিরিজ হেরেছিল। কিন্তু ১৯৯৫ সালের পর থেকে শুরু হয় পতনের ধারা।

সম্প্রতি ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছে তারা। ঐ সিরিজে ২৭ রানে অলআউট হয়ে গড়েছে নিজেদের ইতিহাসের সবচেয়ে লজ্জাজনক রেকর্ড।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR